রেজিস্টার্ড নং ডি এ -১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ২৭, ২০০০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২৭শে নভেম্বর, ২০০০/১৩ ই অগ্রহায়ন ১৪০৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৭শে নভেম্বর, ২০০০ (১৩ই অগ্রহায়ন, ১৪০৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধরণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ-

২০০০ সনের ৩৯ নং আইন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২০ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ— (১) এই আইন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন, ২০০০ নামে অভিহিত হইবে।

২। ১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন ঃ— মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২০ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর —

(ক) দফা (খ) এর "যে কোন ধরনের মদ" শব্দগুলির পরে "ওয়াইন, বিয়ার" কমাগুলি ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(খ) দফা (খ) এর পর নিম্নরূপ নতুন দফা (খখ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(খখ) "ওয়াস" অর্থ শর্করা কিংবা শ্বেতসার সম্বলিত যে কোন বস্তুকে পানি ও অন্যান্য উপকরণ সহযোগে গাঁজানোর মাধ্যমে উৎপন্নস এ্যালকোহল মিশ্রিত দ্রবণ;"

মূল্যঃ টাকা ৩.০০

(গ) দফা (ঙ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঙঙ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঙঙ) "নিয়ন্ত্রিত বিলি" অর্থ এই আইনের অধীন বিচারার্থ গ্রহণীয় অপরাধ সংঘটনে জড়িত ব্যক্তিদের সনাক্ত করার উদ্দেশ্যে, কোন মাদকদ্রব্য উহার উৎসবস্তু, উপদান বা মিশ্রণের বেআইনী বা সন্দেহজনক চালান, সরকারের জ্ঞাতসারে ও তত্ত্বধানে বাংলাদেশের ভিতরে আনিতে, বাহিরে প্রেরণ করিতে বা মধ্য দিয়া চলাচল করিতে দেওয়ার কৌশল;";

(ঘ) দফ (ছ) এর পর নিম্নরূপ নতুন দফা (ছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(ছছ) "বাহন" অর্থ বিমান, মোটরযান, জলযান এবং রেলগাড়িসহ যে কোন প্রকারের বাহন;";

(ঙ) দফা (জ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (জজ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(জজ) "বিয়ার" অর্থ মল্ট, হপস সহযোগে ব্রিউয়িং পদ্ধতিতে ব্রিউয়ারীতে প্রস্তুতকৃত অন্যূন ৫% বা অনুর্ধ্ব ৮.৫% (ভলিয়ুম) এ্যালকোহলযুক্ত যে কোন পানীয়;";

(চ) দফা (ঞ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঞ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"ঞ "ব্রিউয়ারী" অর্থ বিয়ার অথবা বিয়ারের গুণাগুণ সম্পন্ন যে কোন তরল পদার্থ প্রস্তুতের কারখানা বা কেন্দ্র;";

(ছ) দফা (ঠ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঠ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঠ) "মাদকদ্রব্য" অর্থ প্রথম তফসিলে উল্লিখিত কোন দ্রব্য এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, মাদকদ্রব্য বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন দ্রব্য;" ।

৩। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন** ঃ— উক্ত আইনের ধারা ৩ এর "বিধানাবলী" শব্দটির পর "বাংলাদেশের সর্বত্র" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে,

৪। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন** ঃ— উক্ত আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ঘঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঘঘ) ধারা ৩৫ক এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ;" ।

৫। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন** ঃ— উক্ত আইনের ধারা ৯ এর —

(ক) উপ-ধারা (১) এ "ও ব্যবহার করা যাইবে না" শব্দগুলির পরিবর্তে, "প্রয়োগ ও ব্যবহার করা যাইবে না, অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ গ্রহণ, অর্থ বিনিয়োগ কিংবা কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পরিচালনা বা উহার পৃষ্ঠপোষকতা করা যাইবে না" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে ;

(খ) উপ-ধারা (২) এ "প্রদর্শন" শব্দটির পর, "প্রয়োগ" কমা ও শব্দটি সন্নিবেশিত হইবে ;

(গ) উপ-ধারা (৩) এর —

(অ) "ঔষধ প্রস্তুতের জন্য", শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে "ঔষধ প্রস্তুত শিল্পে ব্যবহার, চিকিৎসা" শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে ;

(আ) দফা (ক) এর "লাইসেন্সবলে" শব্দটির পর "চাষাবাদ" শব্দটি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে;

(ই) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(খ) পারমিটবলে প্রয়োগ ও ব্যবহার করা যাইবে ;" ।

(ঘ) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) ও (৫) সংযোজিত হইবে, যথাঃ—

"(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন উৎপাদিত, প্রক্রিয়াজাত এবং আমদানীকৃত মাদকদ্রব্যের মোড়ক ও লেবেলের উপর উহার অপব্যবহারের বিপদ সম্পর্কে সতর্কবানী স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রণ বা ছাপাংকন করিতে হইবে ।

(৫) যাত্রী পরিবহনে নিয়োজিত কোন জলযান, আকাশযান বা স্থলযানে জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজনে চিকিৎসকের নিয়ন্ত্রণে রক্ষিত প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সে, যদি থাকে, সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পরিমাণ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার যোগ্য মাদকদ্রব্য সংরক্ষণ, বহন, পরিবহন, প্রয়োগ ও ব্যবহার করা ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না ।" ।

৬। ১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন ঃ— উক্ত আইনের ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) এর শেষে দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ

"তবে শর্ত থাকে যে, —

(ক) মুচি, মেথর, ডোম, চা বাগানের কুলি ও উপ-জাতীয়গণ কর্তৃক তাড়ী ও পঁচুই পান করার ক্ষেত্রে এবং

(খ) রাংগামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাসমূহের উপ-জাতীয়গণ কর্তৃক ঐতিহ্যগতভাবে প্রস্তুতকৃত মদ উক্ত জেলাসমূহের উপ-জাতীয়গণ কর্তৃক পান করার ক্ষেত্রে এই উপ-ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না ।"

৭। ১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ১০ এর পর নূতন ধারা ১০ক এর সন্নিবেশ ঃ— উক্ত আইনের ধারা ১০ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১০ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"১০ক। মাদকদ্রব্য ইত্যাদির হিসাব রক্ষণ ঃ— ধারা ৯ ও ১০ এর অধীন উৎপাদিত বা, ক্ষেত্রমত, প্রক্রিয়াজাত মাদকদ্রব্য, উদ্ভিদ ও এ্যালকোহল এবং এতদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত উপকরণের হিসাব বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে ।" ।

৮। ১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন ঃ— উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

"তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের কোন বিধান বা লাইসেন্স বা পারমিটের শর্ত লঙ্ঘন করা না হইলে এই আইনের অধীন প্রদত্ত সকল লাইসেন্স বা পারমিট, বিধি দ্বারা নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে, বৎসরভিত্তিক নবায়ন করা যাইবে ।" ।

৯। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন** ঃ— উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

"১৫। মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, নিরাময় কেন্দ্র ইত্যাদি ঃ— (১) এই আইনের প্রয়োজনে—

(ক) সরকার মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে;

(খ) লাইসেন্সবলে বেসরকারী পর্যায়ে মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও মাদকাসক্ত পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা যাইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, জেল, হাসপাতালসহ কোন সরকারী হাসপাতাল বা চিকিৎসা কেন্দ্রকে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হিসাবে ঘোষণা দিতে পারিবে।"।

১০। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন** ঃ-- উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (৭) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৭ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(৭ক) কোন মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে যদি তাহার পিতা, মাতা, পরিবার প্রধান বা উক্ত ব্যক্তি যাহার উপর নির্ভরশীল তিনি কোন চিকিৎসকের নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসার্থে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) হইতে উপ-ধারা (৭) এর কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।"

(খ) উপ-ধারা (৮) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৯) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৯) এই ধারার অধীন চিকিৎসরেক নিকট বা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে সমর্পিত ব্যক্তি ধারা ৯, ১০ বা ২২ এর অধীন মাদকদ্রব্য ব্যবহারের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবেন এবং তাহার বিরুদ্ধে এই জন্য কোন আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হইবে না।"।

১১। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন** ঃ— উক্ত আইনে ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) শেষে দাঁড়ির পারিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ-

"তবে শর্ত থাকে যে, কোন উৎপাদিত এ্যালকোহল রপ্তানী করা হইলে উহার উপর উক্ত মাদকশুল্ক আরোপ করা হইবে না।"।

১২। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন** ঃ— উক্ত আইনে ধারা ১৯ এর (১) উপ-ধারা (১) এর—

(ক) "চাষাবাদ" শব্দটির পর, "উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, প্রয়োগ ও ব্যবহার" কমাগুলি ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) টেবিলের কলাম ১ এর —

(অ) ক্রমিক নং ৩ এর বিপরীতে কলাম ২ এর এন্ট্রিতে "অপিয়াম উদ্ভুত মাদকদ্রব্য" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপিয়াম উদ্ভুত, তবে হেরোইন ও মরফিন ব্যতীত, মাদকদ্রব্য" শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) ক্রমিক নং ৬ এবং উহার বিপরীতে কলাম ২ ও ৩ এ তৎসংক্রান্ত এন্ট্রিসমূহ বিলুপ্ত হইবে;

(২) উপ-ধারা (২) এর "চাষাবাদ" শব্দটির পর "উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাত" কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(৩) উপ-ধারা (৩) এর "চাষাবাদ" শব্দটির পর "উৎপাদন বা প্রক্রিয়াজাত" কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(৪) উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩ক) ও (৩খ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(৩ক) কোন ব্যক্তি ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এ উল্লেখিত মাদকদ্রব্যের প্রয়োগ ও ব্যবহার সম্পর্কিত কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে, তিনি—

(ক) ক-শ্রেণীর কোন মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে, অন্যূন ২ বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ৭ বৎসর কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(খ) খ-শ্রেণীর কোন মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে, অন্যূন ১ বৎসর এবং অনুর্ধ্ব ৫ বৎসর কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

(গ) গ-শ্রেণীর কোন মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে, অন্যূন ৬ মাস এবং অনুর্ধ্ব ২ বৎসর কারাদন্ডে দণ্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডেও দণ্ডনীয় হইবেন;

"(৩খ) উপ-ধারা (৩ক) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আদালত, অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, কোন মাদকদ্রব্য ব্যবহারকারীকে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত দন্ডের অতিরিক্ত হিসাবে বা উক্ত দন্ডের পরিবর্তে কোন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য প্রেরণের আদেশ দিতে পারিবে।" ।

১৩। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন** ঃ— উক্ত আইনের ধারা ২০ এর "বা উপকরণ" শব্দগুলির পরিবর্তে "বা ওয়াশসহ অন্যান্য উপকরণ" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৪। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধনঃ**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এ "ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলে" শব্দগুলির পর "অথবা এতদুদ্দেশ্যে কোন উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৫। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন** ঃ— উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর দফা (গ) এর উপ-দফা (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"(৩) উপ-দফা (১) ও (২) এ উল্লিখিত কোন কিছু বেআইনী বা ত্রুটিপূর্ণ পাওয়া গেলে বা বিবেচিত হইলে উহা আটক করিতে পারিবেন।"।

১৬। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধনঃ**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (২) এর "সেই মাদকদ্রব্যও" শব্দগুলির পরিবর্তে "সেই মাদকদ্রব্য এবং উহার বিক্রিত অর্থ ও" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। ১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ৩৫ এর পর নূতন ধারা ৩৫ক এর সন্নিবেশঃ—উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর পর নিম্নরূপ নতুন ধারা ৩৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৩৫ক। **দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণঃ**—(১) যে ক্ষেত্রে কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য তিন বৎসরের অধিক কারাদন্ডে দন্ডিত করেন, সেইক্ষেত্রে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা লিখিত আবেদন দ্বারা উক্ত দন্ডিত ব্যক্তির সম্পদ, যাহার তালিকা আবেদন পত্রের সহিত দাখিল করিতে হইবে, বাজেয়াপ্তির জন্য আদালতকে অনুরোধ জানাইতে পারিবেন।

(২) আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত তালিকায় উল্লিখিত কোন সম্পদ এই আইনের অধীন কোন অপরাধমূলক কর্মকান্ড হইতে উদ্‌ভূত, আহরিত বা অর্জিত হইয়াছে তাহা হইলে আদালত উক্ত সম্পদ সরকারে বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন ঃ—

তবে শর্ত থাকে যে, আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইতে এমন কোন ব্যক্তিকে কারণ দর্শানোর নোটিশ এবং তাহার শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান ব্যতীত এই ধারার অধীন কোন আদেশ প্রদান করা যাইবে না ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত ব্যক্তি কোন কারণ দর্শাইতে ব্যর্থ হন অথবা আদালতে তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত না হন তাহা হইলে আদালত প্রাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে একতরফা আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন যদি কোন কোম্পানীর শেয়ার সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হয়, তাহা হইলে কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অথবা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন অথবা উক্ত কোম্পানীর সংঘবিধি (Articles of Association) তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন উক্ত শেয়ার সরকারের নামে নিবন্ধিত হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন যদি কোন সম্পদ সরকারে বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করা হয়, তাহা হইলে আদালত উক্ত সম্পদ যাহার দখলে বা অধিকারে আছে তাহাকে উহার দখল উপ-ধারা (৬) এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসক বা আদালত হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রত্যর্পণ বা হস্তান্তরের নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি জানান বা ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আদালত উক্ত সম্পদ যে জেলায় অবস্থিত সেখানকার পুলিশ সুপারদের উক্ত সম্পদের দখল লাভের উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (৬) এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসককে পুলিশি সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে, এবং উক্ত নির্দেশ পালন করিতে পুলিশ সুপার বাধ্য থাকিবে।

(৬) সরকার, সরাকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উহার বিবেচনায় উপযুক্ত কোন সরকারী কর্মকর্তাকে এই ধারার অধীন বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদের প্রশাসকের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করিতে পারিবে।

(৭) সরকারে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিষ্পত্তির জন্য সরকার যেরূপ নির্দেশ দান করিবে উপ-ধারা (৬) এর অধীন নিযুক্ত প্রশাসক সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিবে।"।

১৮। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ৩৬ এর সংশোধনঃ**—উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (১) এ—

(ক) "অধ্যাদেশের" শব্দটি, যেখানেই উল্লিখিত হউক না কেন, এর পরিবর্তে "আইনের" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) "পুলিশের পরিদর্শক" শব্দগুলির পরিবর্তে "পুলিশের উপ-পরিদর্শক" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) "বাংলাদেশ রাইফেলস এর অধঃস্তন বা তদুর্ধ্ব কোন কর্মকর্তার" শব্দগুলির পরিবর্তে "বাংলাদেশ রাইফেলস এর অধঃস্তন বা তদুর্ধ্ব কোন কর্মকর্তা বা কোষ্ট গার্ড বাহিনীর কোন সদস্যের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৯। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ৪২ এর পর নূতন ধারা ৪২ক এর সন্নিবেশঃ**— উক্ত আইনের ধারা ৪২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৪২ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৪২ক। **গোপন অভিযান ও নিয়ন্ত্রিত বিলি ঃ**— (১) উপ-ধারা (২) এবং কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের স্বাক্ষরিত চুক্তি বা সমঝোতা সাপেক্ষে, সরকার, এই আইন বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুরূপ কোন আইনের অধীন সংঘটিত কোন অপরাধ সম্পর্কে বাংলাদেশে বা অন্য কোথাও প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে, নিয়ন্ত্রিত বিলির লিখিত অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুমোদন প্রদান করা হইবে না, যদি না সরকার—

(ক) কোন ব্যক্তিকে, যাহার পরিচিতি জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যাহাই হউক না কেন, এই বলিয়া সন্দেহ করে যে, তিনি এইরূপ কোন কাজে লিপ্ত ছিলেন বা রহিয়াছেন বা হইবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন যাহা এই আইন বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের অনুরূপ কোন আইনের অধীন অপরাধ বলিয়া পরিগণিত; এবং

(খ) এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, নিয়ন্ত্রিত বিলির ব্যবস্থা এইরূপ নির্ধারণ করা হইয়াছে যে উহাতে উক্ত ব্যক্তির কাজ প্রকাশিত হইবার অথবা উক্ত কাজ সংক্রান্ত অন্য কোন প্রমাণ লাভের সুযোগ রহিয়াছে।

(৩) সরকার অনধিক তিন মাসের জন্য সময় সময় উক্ত অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) উপ–ধারা (১) এর সামগ্রিকতা ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত উপ-ধারার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, নিয়ন্ত্রিত বিলি ও গোপন অভিযান চলাকালে এবং তদুদ্দেশ্যে, নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) কোন বাহনকে বাংলাদেশে প্রবেশ বা বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে দেওয়া;

(খ) কোন বাহনে রক্ষিত কোন মাদকদ্রব্য সরবরাহ বা সংগ্রহ করিতে দেওয়া;

(গ) কোন বাহনে প্রবেশ ও তল্লাশীর জন্য পরিস্থিতি অনুযায়ী যুক্তিসংগত শক্তি প্রয়োগ করা;

(ঘ) কোন বাহনে গোপন সংকেত দানকারী যন্ত্র (tracking device) স্থাপন করা; এবং

(ঙ) যে ব্যক্তির অধিকারে বা হেফাজতে মাদকদ্রব্য রহিয়াছে তাহাকে বাংলাদেশে প্রবেশ বা বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে দেওয়া।

৫) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন গোপন অভিযান বা নিয়ন্ত্রিত বিলিতে অংশগ্রহণকারী কোন অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তি, অনুমোদনের শর্ত অনুযায়ী, উক্ত অভিযান বা নিয়ন্ত্রিত বিলিতে অংশগ্রহণের জন্য কোন অপরাধের দায়ে দায়ী হইবেন না।"।

২০। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ৪৩ এর সংশোধনঃ**— উক্ত আইনের ধারা ৪৩ এ উল্লিখিত "কর্মকর্তাগণ" শব্দগুলির পর, "ডাকবিভাগের কর্মকর্তাগণ এবং আনসার বাহিনী, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ও গ্রাম পুলিশের সদস্যগণ" কমাগুলি ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২১। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ৪৫ এর সংশোধন।ঃ**— উক্ত আইনের ধারা ৪৫ এর উপ-ধারা (৩) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৪) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন আটককৃত কোন বস্তুর যদি, কোন কারণে, তাৎক্ষণিক বিলিবন্দেজ অপরিহার্য হয় অথবা উহা বহন বা স্থানান্তরের অযোগ্য হয় তাহা হইলে উক্ত বস্তু, উপযুক্ত নমুনা সংরক্ষণ সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, ব্যবহার, হস্তান্তর, ধ্বংস বা অন্য কোন প্রকারে উহার বিলিবন্দেজ করা যাইবে।"।

২২। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের ধারা ৪৬ এর সংশোধন** ঃ— উক্ত আইনের ধারা ৪(ক) এর উপ-ধারা (১) এর "তিনি উক্ত হিসাব বা রেকর্ডপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার" শব্দগুলির পর, "এবং প্রয়োজন মনে করিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব নিষ্ক্রিয়করণের (Freezing এর)" শব্দগুলি, কমাগুলি ও বন্ধনীগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

২৩। ১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের প্রথম তফসিলের সংশোধন ঃ— উক্ত আইনের প্রথম তফসিলের—

(ক) "'ক' শ্রেণীর মাদকদ্রব্য" শিরোনামাধীন—

(অ) ৩ নং ক্রমিকে "কোডিন (Codeine)," শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও কমার পর "হেরোইন (Heroin), বুপ্রেনরফাইন (Buprenorphine)," শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(আ) ৯ নং ক্রমিকের বিপরীতে এন্ট্রিসমূহের পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রিসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"এফিড্রিন (Ephedrine), এরগোমেট্রিন (Ergometrine), এরগোটামিন (Ergotamine), লাইসারজিক এসিড (Lysergic acid) ১-ফেনাইল-২-প্রোপানন (1-phenyl-2-propanone), সিউডো এফিড্রিন (Pseudoephedrine), এন-এসিটাইল এনথ্রানিলিক এসিড (N-Acetylanthranilic acid), আইসোস্যাফরোল (Isosafrole), ৩, ৪-মিথাইল এনিডাইওক্সিফেনাইল-২-প্রোপানন (3, 4-methylenedioxyphenyl-2-Propanone), পিপারোনাল (Piperonal), স্যাফরোল (Safrole), এসিটিক এ্যানহাইড্রাইড (Acetic anhydride), এসিটোন (Acetone), এ্যানথ্রানিলিক এসিড (anthranilic Acid), ইথাইল ইথার (Ethyl Ether), ফিনাইলাসিটিক এসিড (Phenylacetic), পিপারিডাইন (Piperidine), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Hydrochloric Acid), মিথাইল-ইথাইল-কিটোন (Methyl Ethyl Ketone), পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট (Potassium Permanganate), সালফিউরিক এসিড (Sulphuric Acid) , টলুইন (Toluene)।"

(ক) "'খ' শ্রেণীর মাদকদ্রব্য" শিরোনামাধীণ ৩ ন ং ক্রমিকে "বিয়ার (Beer)" "শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে "ওয়াশ, বিয়ার (Beer)" শব্দগুলি, বন্ধনীগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৪। **১৯৯০ সনের ২০ নং আইনের দ্বিতীয় তফসিলের সংশোধন**। ঃ— উক্ত আইনের দ্বিতীয় তফসিলের প্রথম কলামের (২) নং ক্রমিকের বিপরীতে উক্ত কলামের এন্ট্রির পরিবর্তে নিম্নরূপ এন্ট্রি প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-

"মিথাইল এ্যালকোহল, ইথাইল এ্যালকোহল এবং এ্যাবসোলিউট এ্যালকোহল"।

কাজী রকিব উদ্দীন আহমদ
সচিব।

মোঃ আবদুল করিম সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।